মুজাহিদিনের একটি মজলিশে শহীদ ও
শাহাদাতের ফযিলত সম্পর্কে প্রদত্ত একটি বয়ান

শাহাদাত

ভালোবাসার সর্বোচ্চ নমুনা

হাফেজ সুহাইব ঘুরী হাফিযাহুল্লাহ

মুজাহিদিনের একটি মজলিশে শহীদ ও শাহাদাতের ফযিলত সম্পর্কে প্রদত্ত একটি বয়ান

ভালোবাসার সর্বোচ্চ নমুনা

হাফেজ সুহাইব ঘুরী হাফিযাহুল্লাহ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ(2) سورة الملك

ভাইদের একত্র করার বড় একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে - পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করা।

আর দ্বিতীয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুই ভাইকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে আমাদের পরীক্ষা করেছেন। তাই চিন্তা করলাম এ সুযোগে নিজেদের মাঝে আমাদের শহীদ ভাইদের নিয়ে কিছু আলোচনা করি। কেননা শহীদদের আলোচনা দুনিয়ার প্রতি আমাদের আসক্তি কমায়। সেইসাথে ঐ সমাবেশে যাওয়ার জন্য আমাদের অন্তরে প্রেরণা যোগায় যেখানে আমাদের এই দুই ভাই শহীদ হয়ে গিয়েছেন। আমরা দোয়া করি - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন আমাদের এ ভাইদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাদের জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করেন এবং তাদেরকে সিদ্দিকীন, সালেহীন ও শহীদগণের মর্যাদা দেন, আমীন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও যেন শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত না করেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও এই পথে অবিচল রাখুন, মৃত্যু পর্যন্ত এই পথে টিকে থাকার তাওফিক দান করুন। আমাদেরকেও শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন। আসলে এটা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

এটি অনেক বড় দূর্ভাগ্যের বিষয় যে, মানুষ দুনিয়া থেকে শাহাদাতের মৃত্যু ছাড়া বিদায় নিবে। কারণ মানুষ পৃথিবীতে একবারই আসে আর একবারই বিদায় নেয়। এছাড়া দ্বিতীয়বার আসা বা যাওয়ার আর কোন সুযোগ থাকেনা। আল্লাহ একবারই সুযোগ দিয়েছেন, আর সে সুযোগেও যদি মানুষ শহীদ হতে না পারে, তাহলে ভয় হয় যে আল্লাহ তায়ালা বিছানায় মৃত্যুর কষ্টে নিপতিত করেন এবং জিহাদ ও শাহাদাতের মৃত্যু থেকে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। দুনিয়া থেকে একবার যাওয়া মানে একমাত্র সুযোগটাও হাতছাড়া হয়ে যাওয়া।

শাহাদাত - সব কিছুর স্বাদ বাড়িয়ে দেয় এবং সকল পেরেশানিকে শেষ করে দেয়। উহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হলেন; সে অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আয়াত

অবতীর্ণ করলেন, যাতে বর্ণনা করলেন যে, এই শহীদদের (দুনিয়াতে) অনেক দু:শ্চিন্তা ছিলো।

ইসলামের প্রথম যুগে কাফেরদের সাথে মুসলিমদের দুইটি বড় যুদ্ধ হয়; প্রথম যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল এক হাজারের কাছাকাছি। আর আগে পিছে মিলে পুরো উম্মতে মুসলিমার সংখ্যাই ছিলো এই হাজার পরিমাণ। সেখান থেকে বেশ কয়েকজন বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়ে গেলেন। যাদের নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার অলিতে গলিতে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন এবং যন্ত্রদায়ক কষ্ট সহ্য করেছিলেন তাদের অনেকেই এই যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান।

তারা তখন সবেমাত্র হিজরত করে মদিনায় এসেছিলেন। নতুন এলাকায় নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করবেন, ইসলামের এক নতুন হুকুমত, নতুন খেলাফত এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভিত্তিমূল স্থাপন করবেন – এমনটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কী হলো? তৃতীয় বছরেই তাদের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেলেন। যেমন রাসূলের প্রিয় চাচা হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। এছাড়া মুসআব বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু - যিনি রাসূলের সুখ-দুঃখের সাথী ও নিকটতম বন্ধু ছিলেন।

হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা শহীদদের পক্ষ থেকে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। কী অবতীর্ণ করেছিলেন?

হ্যাঁ, সেটি হচ্ছে - শহীদগণ যখন সমস্ত আনন্দ দেখলেন এবং (জান্নাতের) সমস্ত নেয়ামত উদযাপন করতে লাগলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞেস করলেন যে, "তোমারা কি চাও"? তো তারা বললো, "আমাদের রেখে আসা ভাইদেরকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে দিন"।

অর্থাৎ আমাদের ভাইয়েরা পেরেশানি অনুভব করছেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন যে, 'আহ! আমাদের ভাইদের হত্যা করা হয়েছে। তাদের টুকরা টুকরা করা হয়েছে'। যখন শহীদদের লাশ দেখা শুরু হল তখন দেখা গেল যে, হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শরীরের কোন অংশই ঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। আনাস বিন নজর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শরীরের কোন অংশ দ্বারাই চেনা যাচ্ছিল না। শুধু

আঙ্গুলের কোন এক অংশ দেখে তার বোন তাঁকে চিহ্নিত করলেন যে, ইনি আনাস বিন রাদিয়াল্লাহু আনহু।

তো এ অবস্থায় পেরেশান হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাদের সাথে কি আচরনটাই না করা হলো। কিন্তু এ অবস্থায় শহীদগণ আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করছেন যে, "হে আল্লাহ! আমাদের সাথে করা সকল অন্যায় আচরণের পুরস্কার স্বরূপ আমাদের যে সকল নেয়ামত দেয়া হয়েছে তা আমাদের ভাইদের জানিয়ে দিন। জানিয়ে দিন যে জান্নাতের সব নেয়ামত আমরা পেয়ে গেছি"। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন -

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"অর্থঃ আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত"। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৬৯)

তো আল্লাহ তায়ালা বলে দেয়ার পর মুসলমান মুখে বলা তো দূরের কথা, এটা চিন্তাও যেন না করে যে, যারা জিহাদ করে আল্লাহ রাস্তায় চলে গেছে - তারা মৃত। এই ধারণাই করা যাবে না। বরং তারা জীবিত। নিজের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা রিযিক পায়, খায়, পান করে, হাসাহাসি করে, খেলাধুলা করে, আনন্দ করে, বিয়ে করা। মানুষ জীবিত অবস্থায় যা যা করে, সবই তারা করে। তাদের শরীর রয়েছে, অস্তিত্ব এবং প্রাণ রয়েছে।

এমনকি তারা এমন কিছু কাজও করে, যা মানুষ চিন্তা করতেও সক্ষম নয়। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের এমন অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। জান্নাতে মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালা যা সংরক্ষণ করে রেখেছেন মানুষ তা কল্পনাও করতে পারেনা।

তো আল্লাহ জানালেন যে, তারা আল্লাহ তায়ালার নিকট রিযিকপ্রাপ্ত হয় এবং অনুগ্রহ করে আল্লাহ তাদের যা দান করেছেন তাতে তারা খুবই আনন্দিত। তাদের কোন পেরেশানি নেই। তারা খুবই আনন্দিত। আর তাদের ঐসব ভাই যারা তাদের পথে চলতে চলতে এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে তাদের কোন ভয় নেই! কোন পেরেশানি নেই!। লাশ যত টুকরাই হোক না কেন -

চিন্তার কোন কারণ নেই। চেহারায় যত জখমই হোকনা কেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। (যারা শহীদ হয়েছে) তারা কোন পেরেশানিতে নেই, তারা বেশ আনন্দেই আছে।

তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নিয়ামত পেয়েছেন, যে অনুগ্রহ পেয়েছেন, তার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তারা বলছেন, "ভাই চলে আসুন। এখানে কোন চিন্তা, পেরেশানি বা কষ্ট নেই"। তারা আরামের সাথে আছেন, মজায় আছেন। তারা এমন খাবার খান যা দুনিয়াতে কল্পনা করাও অসম্ভব। আনন্দ করেন তো এমন আনন্দ করেন যার কোন উদাহরণ নেই। এমন পানীয় পান করেন যার দুনিয়াতে কোন নজীর নেই। তারা আরশের নিচে ইয়াকুত ও মুতির বিছানায় অবস্থান করেন, দুনিয়াতে যার কল্পনাও করা যায় না। তারা এমন স্ত্রী পান - যাদের সৌন্দর্য ও স্বামীর জন্যে পাগলপারা হওয়ার কথা মানুষ কল্পনাও করতে পারেনা। সব আনন্দ তাদের আছে। তাদের কাছে যা নেই তা হচ্ছে - তাদের কোন চিন্তা নেই, কোন ভয় নেই, কোন পেরেশানি নেই।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন -

وانَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمنِينَ

"অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" (সূরা হুদ ১১:১১৫)

এই যে, আমাদের সাথীরা কুরবানি করছে। তারা মুস্তাকিল হিজরত করছে, ইস্তিকামাতের সাথে জিহাদের মাঝে অবিচল রয়েছে। বছরের প্রতিটি দিনেই এই পেরেশানিতে থাকা লাগে যে, কখন কে হামলা করে বসে। সেটা হতে পারে ড্রোন দিয়ে, জেট দিয়ে বা মিসাইল দিয়ে। শত্রুর বিভিন্ন প্রকার হামলা সত্ত্বেও তারা ইস্তিকামাতের সাথে জুড়ে থাকছে। পুরো দুনিয়ার কাফির একজোট হয়ে তুমুল হামলার সময়ও ইস্তিকামাতের সাথে থাকছে। সবর করছে - অসুস্থতায় ও দু:খে-কষ্টে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থাসহ নানা পরীক্ষা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়তে হয় আমাদের ভাইদের। তবু তারা ইস্তিকামাতের সাথে অবিচল থাকছে।

তো ইরশাদ হচ্ছে - নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের আমলের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। প্রতি মুহূর্তে তারা যে নেকী কামাই করেন, আল্লাহ তা নষ্ট করবেন না।

তো আমার ভাইয়েরা!

আমি কথা সংক্ষিপ্ত করছি। কথা এটাই যে - শহীদদের স্মরণ মানে আমাদের জিহাদের স্মরণ। শহীদদের স্মরণের মাহফিল - আমাদের ঈমানের মাহফিল। এটি এমন এক সমাবেশ যেখানে শুধু ঐ সকল ঈমানদারগণই সমবেত হন, যারা আল্লাহর ভালবাসায় এপথে একত্রিত হয়েছেন। যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে একত্রিত হয়েছেন। যারা নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করতে চায় শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। পরিশেষে নিজের আনন্দ-খুশি ছেড়ে আখেরাতের খুশির জন্য চলে যান। তো এই ভাইদের স্মরণের মাহফিল, তাদের স্মরণ করা - আমাদের ঈমানের অংশ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানাচ্ছেন যে, জীবনের শেষ সময় চলে এসেছে। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায়ের সময় এসে গেল, বিদায় হজ্জের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মাত্র কাজ করেছেন, একটি মাত্র সফর করেছেন। আপনাদের কারো কারো বিষয়টি জানা আছে হয়তো। আর সেটি কী?

সেটি হচ্ছে - রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের ভাইদের কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো সে সব ভাইদের কথা - যারা শুরুর দিকে তাঁর সাথে ছিলেন এবং মাঝখানে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে উহুদ পাহাড়ের দিকে গেলেন। তাদের কথা স্মরণ করলেন, উহুদের শহীদদের কবর জিয়ারত করলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন।

তাই আমাদের শহীদ ভাইদের কথা স্মরণ করা - আমাদের ঈমানের অংশ। তারা চলে যাওয়ার পরও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, পিছে হটা যাবে না। তাদেরকে এই ধোঁকা দেয়া যাবে না যে, আমরা তাদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা পেছনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলাম।

আমরা যেন ঐ মানুষদের মত না হই, যারা কোন এক রাস্তায় এক কদম চলে আবার পিছু হটে। বরং আমরা শক্তভাবে ঐ রাস্তাকে ধরে রাখবো, যে রাস্তায় আমাদের ভাইয়েরা চলে গেছেন। আল্লাহ যেন আমাদেরও আমাদের ভাইদের সাথে মিলিত করেন।

শহীদ হতে পারাটা - সব মিষ্টি থেকেও বেশি মিষ্টি। সকল সুস্বাদু বস্তু থেকেও অতি সুস্বাদু। সকল আনন্দ থেকেও অধিক আনন্দ। হাদিস থেকে জানা যায় যে, শহীদরা জান্নাতে যাওয়ার পরও দ্বিতীয়বার শাহাদাতের আনন্দ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবেন। দুনিয়াতে আসার দরখাস্ত করবেন দুনিয়ার জন্য – বিষয়টা এমন না। কারণ তাদের দুনিয়ার কোন বিষয়ের প্রয়োজন নেই। বরং শাহাদাত লাভের সময় হঠাৎ তারা যে আনন্দ পেয়েছেন, যে তৃপ্তি অনুভব করেছেন - তা আবার পাওয়ার জন্যই দুনিয়াতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন।

আজকে বসার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, শহীদদের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা। কেননা প্রত্যেক শহীদকে আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য গুণ দান করেছিলেন যেগুলো আমাদের সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ।

শহীদদের গুণগান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যেন সে গুণ আমাদেরও দান করেন। আমাদের উচিত হবে - আমরা আমাদের ভাইদের রাস্তার উপর চলবো এবং ঐ গুণগুলো অর্জন করার চেষ্টা করবো।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের যেন ঐ ইখলাস দান করেন যা আমাদের জন্যে মাকবুল শাহাদাতের কারণ হবে। আল্লাহ আমাদের এই মজলিসে অনেক অনেক বরকত দান করুন। আমীন।

سبحانك اللهم وبحمدك،أشهدأن لاإله إلا أنت،أستغفرك و أتوب إليك

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

وآخردعوانا ان الحمد لله ربالعالمين

****